ইউনিট ৮

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনগণের সম্পৃক্ততা
[Public Relation in Educational Management]

ভূমিকা

জনহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় দেশে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহুকাল পূর্ব হতে স্থাপিত হয়ে আসছে, বর্তমানেও গড়ে উঠছে এবং ভবিষ্যতেও গড়ে উঠবে। এখানে উল্লেখ্য যে, অতীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিদ্যোৎসাহী ও জনহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ প্রয়োজনীয় স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি স্বতঃস্ফূর্তভাবে দান করতেন এবং পরবর্তীতে ঐ সকল সম্পত্তি সরকারীকরণের পর তা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। জাতীয়করণকালে প্রত্যাশা করা হয়েছিল শিক্ষার কিছু ব্যয়ভার যদি সরকার গ্রহণ করে তবে তাঁদের আর্থিক বোঝা কিছু কমবে এবং সে অর্থ তাঁদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে পারবেন। কিন্তু জাতীয়করণ করার পর আবহমানকাল ধরে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল ক্রমে ক্রমে তার অবনতি ঘটছে এবং বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে যতই দিন যাচ্ছে ততই একটা দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের ফলে তাঁরা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে অধিকারপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করা যেমন অবশ্য কর্তব্য, তেমনি স্থানীয় জনগণকেও তাঁদের সাহায্য সহযোগিতার হাতও প্রতিষ্ঠালগ্নের চেয়ে আরও বেশি করে প্রদানের জন্য এগিয়ে আসার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে এক দিকে শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্র এবং অপরদিকে স্থানীয় জনগণ উভয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দায়িত্ব-কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা দান এবং খোলা মন নিয়ে সকল সমস্যা সমাধানে ও শিক্ষার উন্নয়নে এগিয়ে আসা বর্তমান সময়ের জন্য অপরিহার্য।

বর্তমান ইউনিটে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমগ্র আলোচ্য বিষয়কে একটি পাঠের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

পাঠ- ৮.১: শিক্ষা ব্যবস্থায় জনগণের সম্পৃক্ততা

পাঠ ৮.১ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনগণের সম্পৃক্ততা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনগণের সম্পৃক্ততার বর্তমান প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও শিক্ষার মান উন্নয়নে জনগণের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনগণ কিভাবে সহায়তা করতে পারেন তা আলোচনা করতে পারবেন।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনগণের সম্পৃক্ততার বর্তমান প্রেক্ষাপট বিস্তরণের উদ্দেশ্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের উন্নতি ও অবনতির সঙ্গে জড়িত। সমাজ যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, সর্বোপরি শিক্ষার সামগ্রিক বিকাশে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সমাজের উন্নয়নে সম্পৃক্ত হয়ে সামাজিক উন্নয়নমূলক ক্রিয়াকর্মের গতি দ্রুততর করতে পারে। আর যদি এটি না ঘটে তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই বাস্তব সত্যটিকে আজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, শিক্ষক, কর্মচারীবৃন্দ সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। কারণ বর্তমানে সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, আর্থিক উন্নয়নে জনগণের সম্পৃক্ততা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি, শিক্ষার্থী সবাইকে প্রগতিশীল সমাজের সদস্যরূপে গণ্য করা হয়। এরূপ প্রগতিশীল সমাজের কাছ থেকে দেশ ও জাতি অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। স্থানীয় জনগণ শিক্ষা তথা সমাজের বহুমুখী যেমন- সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে অতুলনীয় ও অপরের অনুসরণীয় ভূমিকা পালন করতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের প্রচলিত অসার মূল্যবোধ, নেতিবাচক আচার-আচরণ ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তেমনি শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষিত জনগণ সমাজের উন্নয়ন ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করে সমাজের সঙ্গে একাত্মতা প্রমাণ করতে পারে। এতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তাঁদের মনের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন হবে। আবহমানকাল ধরে সমাজের প্রত্যাশা হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বদানকারী মানবিক গুণে গুণান্বিত সুনাগরিক তৈরি করবে। বর্তমানে তার অনেকটা বিচ্যুতি হতাশার সৃষ্টি করছে। সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট আরও প্রত্যাশা করে যে তাঁদের সন্তানরা সৎ চরিত্রবান, নৈতিকতা, জ্ঞান, দক্ষতা, মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের সার্বিক উন্নয়নে পরামর্শক হিসেবে গড়ে উঠুক এবং সমাজের দুখে সুখে অংশীদার হউক।

পূর্বে যদিও উল্লেখ করা হয়েছে তবু এখানে আবারও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অতীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এই সুসম্পর্কের ফলে দেশের প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই স্থানীয় জনগণের আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতায় পরিচালিত হত। এমন কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, আয় উন্নতি সব কিছুই সমাজের উপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু বর্তমানে যতই দিন যাচ্ছে ততই স্থানীয় জনগণের সহায়তার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে এবং সরকারের উপর নির্ভরশীলতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা কোন দেশের জন্য কল্যাণকর নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, উন্নত দেশসমূহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক, আর্থিক এবং একাডেমিক ইত্যাদি সবকিছুই সমাজ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু,

পাঞ্জাব, গুজরাট, কর্ণাটক হিমাচল রাজ্যের বহু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

এছাড়া বাংলাদেশে ৮০% ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের ও সরকারের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল। যেমন: ভিকারুন-নেছা নুন স্কুল, আইডিয়াল হাই স্কুল, মনিপুরী হাই স্কুল, হলিক্রস স্কুল, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল ও কলেজ, সিলেটের ব্লু বার্ড ইত্যাদি স্কুল সমাজের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে।

উপরের বর্ণনা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক বিকাশের জন্য দেশে ও বিদেশে সমাজের সার্বিক সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে এবং সমাজও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লাভবান হচ্ছে।

শিক্ষা প্রশাসনেও শিক্ষার মান উন্নয়নে জনগণের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ একে অন্যের পরিপূরক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, গুণগতমান উন্নয়ন, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সুষ্ঠু পরিবেশ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় জনগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনগণের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করা হল:

১. শিক্ষার উন্নয়নে, ব্যবস্থাপনায়, পরিবেশ সংরক্ষণে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে ইত্যাদি বিষয়ে সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান করতে পারে।
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের নানারূপ উন্নয়নে অংশগ্রহণের মাধ্যমে যেমন- বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কর্মকাণ্ডে জনসাধারণকে সচেতনকরণ, উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষিতকরণে, দুর্যোগ কালে সহায়তা প্রদান করে সমাজের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা যায়।
৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এসব কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে সহমর্মিতা গড়ে তুলবে এবং অসামাজিক কর্মকাণ্ড থেকে এলাকাবাসিকে বিরত/পরিহার করতে পারবে।
৪. সমাজের উন্নয়নে যেমন- রাস্তাঘাট সংস্কার ও সংযোগ রাস্তা তৈরি, পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ এবং এলাকাবাসিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারবে। এখানে উল্লেখ্য যে ভারতের কেরালা প্রদেশের কোট্টারাম শহরে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (কলেজের) সহায়তায় উক্ত প্রদেশের শিক্ষিতের হার প্রায় ৮০% উন্নীত হয়েছে। আজকের শ্রীলঙ্কার শিক্ষিতের হার ৯৫% উন্নীতকরণে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে সম্ভব হয়েছে।
৫. শিক্ষাকালে উপার্জনমুখী কর্মকাণ্ডে ছাত্রছাত্রীদেরকে সম্পৃক্তকরণ সম্ভব হলে তাদের অভিভাবকগণও এসব কাজে আগ্রহী হন। ১৯৮৬-১৯৯০ সাল পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের শিক্ষাক্রম শাখা ইউনিসেফের আর্থিক সহায়তায় কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করে ছিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসিগণ সামাজিক, আর্থিক ও শিক্ষার দিক থেকে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ও সমাজের বহুমুখী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যদি উভয়ে উভয়ের কাজে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসেন তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজ উভয়েই টেকসই উন্নয়ন করতে সমর্থ হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কিভাবে জনগণকে সম্পৃক্ত করা যাবে?

যে কোন প্রতিষ্ঠান সমাজের কাঠামোর মধ্যে গড়ে উঠে। আর এই প্রতিষ্ঠান সমাজের জনগণের সার্বিক আন্তরিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে। সে জন্য এই সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সমাজের সম্পৃক্ততা ও অবদান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু সমাজেরই একটি প্রতিষ্ঠান সেজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের বিকাশে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার

সৎ ইচ্ছা থাকা দরকার। কারণ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে থাকতে পারে না। সমাজের সকল জনগণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবিড় সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভালমন্দ ও শিক্ষার পরিমাণগত ও গুণগত মান এবং সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতি। এই উপলব্ধি যথাযথ হৃদয়াঙ্গম করে স্থানীয় জনসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় আগ্রহী হবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে সমাজকে নিম্নোক্ত পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবিধা বা উন্নতির জন্য বাইরের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা।
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে স্থানীয় সমাজের বিভিন্ন দল/গোষ্ঠিকে এবং সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত কোন কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করে সম্মান প্রদান করা।
৩. দলমত নির্বিশেষে অধ্যক্ষকে অবশ্যই নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে এবং স্থানীয় কোন রাজনীতিতে কোন পক্ষ অবলম্বন না করে নিরপেক্ষভাবে চাকরি বিধি ও আইনের প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত থাকা।
৪. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে সামাজিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।
৫. দুর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কার্যকর ভূমিকা পালন করা বা জনসাধারণের পাশে থাকা।
৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সম্পর্কে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের সাথে মাঝে মধ্যে মত বিনিময় সভা।
৭. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানানো।
৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সম্পর্কিত কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনগণের নিকট তুলে ধরা।
৯. দর্শনার্থীদের (সমাজের যে কোন শ্রেণির লোকই হোক না কেন) অভ্যর্থনা বা সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ, শিক্ষক কর্মচারীদেরকে যথাসম্ভব মার্জিত ও সহায়ক হওয়া এবং যথাসম্ভব সম্মান প্রদর্শন করা প্রয়োজন ।
১০. অভিভাবক বা সমাজের অন্যান্য যে কোন প্রতিনিধির অনুরোধ কতটা রক্ষা করা যাবে সে সম্পর্কে অধ্যক্ষ ও শিক্ষক কর্মচারীদের অবশ্যই উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন সুবিবেচক ও সহানুভূতিশীল হয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করা।
১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও অগ্রগতি সমাজের জনগণের নিকট নিয়মিত তুলে ধরা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১

অ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় জনগণের সম্পৃক্ততার বর্তমান প্রেক্ষাপট কী কী?
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের কুসংস্কার দূর করতে পারে কি? এবং কিভাবে?
৩. অতীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?
৪. বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টির কারণ কী কী?
৫. দেশের ও বিদেশের কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম করুন যেগুলো সমাজ কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।
৬. শিক্ষার মান উন্নয়নে ও প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জনগণের সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা কী কী?
৭. শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কিভাবে জনগণকে সম্পৃক্ত করা যাবে?